গুলশানে ককটেল বিস্ফোরণ মামলায় আরও চার আসামি কারাগারে

ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশানে ককটেল বিস্ফোরণ ও নাশকতার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা মামলায় আরও চার আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। তদন্তে তাদের মামলার আসামি হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ এহসানুল ইসলাম তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। কারাগারে পাঠানো চারজন হলেন—সহিম উদ্দিন (৩০), তুষার (২৭), সাদমান সাকিব (৩৬) ও আল আমিন মৃধা (৪৫)।

আদালতে আসামিদের হাজির করে তাদের কারাগারে রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গুলশান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রুহুল আমিন। অন্যদিকে আসামিদের পক্ষে আইনজীবী মো. রিয়াজ মোরশেদ মাহিম জামিনের আবেদন করেন। দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে চারজনকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে বুধবার (১৬ সেপ্টেম্বর) এই মামলায় দুই আসামিকে সাত দিনের রিমান্ডে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার আরও সাতজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। এর আগে রোববার নয়জন এবং সোমবার আরও নয়জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। গত শনিবার মামলায় ২৪ জনকে রিমান্ডে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন আদালত।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, গত ১১ সেপ্টেম্বর বেলা পৌনে ১২টার দিকে গুলশান থানার এলাকায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা জড়ো হন। সরকারবিরোধী স্লোগান, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং সরকারকে চাপে ফেলার উদ্দেশ্যে তারা সেখানে সমাবেশ করেন বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সময় গুলশান ও আশপাশের এলাকায় কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগ করা হয়। পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের লক্ষ্য করেও ককটেল ছোড়া হয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ দুই রাউন্ড রাবার বুলেট ছোড়ে। ঘটনাস্থল থেকে পাঁচটি ককটেলও উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার পর গুলশান থানার এসআই মো. মাহবুব হোসাইন বাদী হয়ে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলাটি করেন। এতে ১১৮ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি অজ্ঞাতপরিচয় আরও ৮০ থেকে ১০০ জনকে আসামি করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, শুক্রবার কারাগারে পাঠানো চারজনসহ মামলাটিতে এখন পর্যন্ত রিমান্ডে নেওয়া ও কারাগারে পাঠানো আসামির সংখ্যা ৫৫ জন।